তারিখ ২৬/০৭/২০০০
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

ভোরের কাগজ

38

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঁধে দেওয়া সাত শর্তের একটিও পূরণ হয়নি

বগুড়ার বঙ্গবন্ধু কৃষি কলেজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম

বগুড়া প্রতিনিধি : বগুড়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি কলেজটি শেষমেশ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। কলেজের ১৮০ জন ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রতিষ্ঠার সময় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যে ৭টি শর্তারোপ করেছিল তার একটিও গত তিন বছরে পূরণ করা হয়নি। অথচ এসব যাচাই করার জন্যই আজ শনিবার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আজ বগুড়ায় আসছে। তাদের প্রতিবেদনের ওপরই নির্ভর করবে কলেজটি চালু থাকবে না বন্ধ হয়ে যাবে।

বগুড়া শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে বগুড়া সদরের আশোকপুর ইউনিয়নের চকজোড়ায় ১৯৯৭ সালে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূরণ সাপেক্ষে ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২ বছরের জন্য সাময়িক অধিভুক্তি প্রদান করে। শর্তগুলোর মধ্যে রয়েছে কলেজের ৩০ একর জায়গা, কলেজের ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি ও ভৌত সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে পরিকল্পিত ভবন নির্মাণ, ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই, অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি।

অধিভুক্তি লাভের পর কলেজে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুযায়ী ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি এজি কোর্সের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর থেকে গত শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত মোট ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়।

কিন্তু শুরু থেকে কলেজ পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি খালেকুল ইসলাম বকুলের বিরুদ্ধে সীমাহীন দুর্নীতি, অনিয়ম, অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। লক্ষণীয় যে, এ পর্যন্ত কলেজে মোট ১৮০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হলেও ২৬ জন শিক্ষকসহ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে ২১৬ জন। অভিযোগ রয়েছে, সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে সব নিয়োগের ক্ষেত্রে লাখ লাখ টাকা গ্রহণ করে তার সিংহভাগই আত্মসাৎ করেছেন সেক্রেটারি বকুল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আরোপিত শর্তপূরণ না হলে কলেজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে আসে। তারা অভিযোগ করে কলেজের পরিচালনা কমিটির সভাপতি কামরুন নাহার পুতুল ও কমিটির সেক্রেটারি বকুল এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। তাই তারা পরিচালনা কমিটির সভাপতির অপসারণ ও সেক্রেটারির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানায়। এ পর্যায়ে কলেজ পরিচালনা কমিটি গত বছরেও ২৪ আগস্ট ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এতে সেক্রেটারির বিরুদ্ধে ৬৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। কিন্তু কলেজ পরিচালনা কমিটি গত এক বছরে সেই টাকা আদায়ের ব্যবস্থা নেয়নি। তাছাড়া তদন্ত কমিটি হওয়ার আগেই সেক্রেটারি বকুলকে বরখাস্ত করা হয়।

এরপর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে অধিভুক্তির মেয়াদ আরো ১ বছরের জন্য বাড়িয়ে দিয়ে চূড়ান্তভাবে জানায় যে, এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরোপিত উল্লিখিত ৭টি শর্তপূরণ করা না হলে অধিভুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হবে না।

এ ব্যাপারে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি কামরুন নাহার পুতুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, কলেজের শিক্ষকরাই কলেজটি ধ্বংস করার জন্য দায়ী। তিনি বলেন, 'আমি শুরু থেকেই কলেজের সঙ্গে রয়েছি এবং যেকোনো মূল্যে কলেজটি রক্ষা করবোই'।